ধূমপান

হারাম কেন?

মওলানা শাহ আবদুল্লাহ

জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম

বিশ্ববিখ্যাত সউদী আরবের গ্রান্ড মুফতী ও সর্বোচ্চ ওলামাপরিষদের ফতওয়া

ধূমপান হারাম

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে আরব দেশে তামাক পাতা ছিল না। এমনকি ১৪৯২ ইংরেজী সনের পূর্বে আমেরিকার কিঞ্চিৎ অঞ্চলের সামান্য কিছু লোক ব্যতীত এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাসহ পৃথিবীর কোন মহাদেশের মানুষ ধূমপান করা তো দূরের কথা, তামাক কাকে বলে তাও জানত না।)

১৪৯২ সনে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পরে ইউরোপে তামাক চারা আসে। অতঃপর খৃষ্টানদের দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধূমপান চালু হয়। (ক) প্রথমে ধূমপান শুরু হয় ফ্রান্সে ১৫৫৬ সনে, পর্তুগালে ১৫৫৮ সনে, স্পেনে ১৫৫৯ সনে এবং ইংল্যান্ডে ১৫৬৫ সনে- (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯৭৮ ইংরেজী)। (খ) তামাক গাছের জন্ম আমেরিকায়, খৃষ্টানরা এশিয়াতে আনে। ২য় আব্বাস শাহের যুগে ইরানে এবং আকবর বাদশার সময় ভারতে প্রবেশ করে। দামেশকে পৌঁছে ১০১৫ হিজরীতে। -(ফতওয়া শামী ৫ম খণ্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা)। (গ) হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, ৩০০ শত বছর হয় কাফেররা হুক্কা (ধূমপান)-এর প্রচলন করেছে। -(ফতওয়া আশরাফিয়া, ১ম খণ্ড, ৭ম পৃষ্ঠা)। (ঘ) উপমহাদেশের বহু ভাষাবিদ ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ বলেন, ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস ভারতে তামাক আনয়ন করেন, মাত্র ৩০০ শত বছর পূর্বে জাপানে তামাকের প্রচলন হয়।

উপরের আলোচনায় বুঝে আসছে; ধূমপান একটি নতুন বিষয়, নতুন সমস্যা। অতএব এর সম্পর্কে প্রথম প্রথম ফতওয়া দেয়া একেবারে সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই তখনকার ফতওয়ায় মতভেদ দেখা যাচ্ছে।

অপর দিকে প্রথম অবস্থায় ধূমপান সম্বন্ধে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন ফলাফল বের হয়নি। সে যুগে কারো জানা ছিল না,-ধূমপান করলে বিষপান করা হয়। দুই যুগ আগেও মানুষ ভালভাবে জানত না, ধূমপান নেশার বস্তু। তখন এটাও কেউ জানেনি, ধূমপান দ্বারা

আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা ও অন্য মানুষকে হত্যা করা হয় এবং এ ধরনের আরও বহু গোনাহ কবীরার কাজে জড়িত হতে হয়। কয়েক বছর আগে এ কথাও কেউ জানতে পারেনি, ধূমপান মানুষের ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার, এজমা, গ্যাংরিন ও হৃদরোগসহ বহু রোগের সৃষ্টি করে। মাথা হতে পা পর্যন্ত মানব দেহের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, যার ক্ষতি ধূমপান করে না। বলব আর কি, ছয় সাত বছর আগেও অর্থাৎ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'-এর পক্ষ থেকে রিপোর্ট বের হবার পূর্বে মানুষের জানা ছিল না, –"প্রতিবছর তামাকের কারণে বিশ্বে ৩০ লক্ষ লোক মারা যায়।"

অতএব, পূর্ব যুগের এমনকি ২০/২৫ বছর আগের ওলামায়ে কেরামগণের মধ্যে ধূমপান সম্পর্কে ফতওয়া দেয়ার ব্যাপারে মতভেদ থাকা একেবারেই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই, এখন সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে।

তবে "ধূমপান হারাম"–এ ফতওয়া একেবারে নতুন নয়, পূর্বকালেরও কোন কোন অভিজ্ঞ আলেম ধূমপান হারাম হবারই ফতওয়া দিয়েছেন। তাই পূর্বে লিখিত কোন কোন কিতাবে অন্যান্য মতের সাথে "ধূমপান হারাম" হবারও উল্লেখ আছে।

যেমন ঃ (১) ফতওয়া শামী, ৫ম খণ্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, (২) মাজালিসুল আবরার, ৫৫০ পৃষ্ঠা, (৩) আনোয়ারুল মাহমুদ–শরহে আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, (৪) ফতওয়া আশরাফিয়া, ১ম খণ্ড, ৭ ও ৮ পৃষ্ঠা, (৫) ফতওয়া মাহমুদিয়া (দেওবন্দ), ৫ম খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা, প্রভৃতি কিতাব দ্রষ্টব্য।

পূর্বকালের ফতওয়া প্রদানকারী ওলামায়ে কেরামগণের নিকট যদি বর্তমানের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের নির্ভুল গবেষণার রিপোর্ট মওজুদ থাকত, তাহলে আল্লাহর রহমতে তাঁরা সকলে একবাক্যে ও বিনা মতভেদে "ধূমপান হারাম" হবারই ফতওয়া দিতেন। ইনশাআল্লাহ, এ কথা এখন নিঃসন্দেহে বলা যায়। [শাহ আবদুল্লাহ, ১০/৯/২০০১ ইংরেজী]

মুসলিম বিশ্বের উজ্জ্বল নক্ষত্র, আলেমকুল শিরোমণি, সউদী আরবের গৌরব এবং সউদীর সর্বোচ্চ শিক্ষা ও ফতওয়া পরিষদের সভাপতি এবং গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইব্নে বায এবং সউদী আরবের আরেকজন সুবিখ্যাত ও মহাসম্মানিত আলেম শায়খ মুহাম্মদ ইব্নে সালেহ আল-ওছাইমীনের ফতওয়া "ধূমপান হারাম"–নীচে তাঁদের উভয়ের ফতওয়ার অনুবাদ পেশ করলাম।

فتاوى شرعية فى حكم بيع الدخان وتعاطيه اجاب على هذه الاسئلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عضو هيئة كبار العلماء

س ١ : ما حكم شرب الدخان وما حكم بيعه والاتجار به (١)؟

ج - ١ : وقد اجاب على هذا السوال سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال :

الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على اضرار كثيرة والله سبحانه وتعالى انما اباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث قال سبحانه وتعالى (يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم

الطيبات) وقال سبحانه وتعالى فى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فى سورة الاعراف : (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)

والدخان بانواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث والدخان لايجوز شربه ولابيعه ولا التجارة فيه كالخمر، والواجب على من كان يشربه او يتجر فيه البدار بالتوبة والانابة الى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على الا يعود فى ذلك ومن تاب صادقا تاب الله عليه كما قال عز وجل : (وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون) وقال سبحانه : (وانى لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى)

س ٢ : ما حكم شرب الدخان اوبيعه (٢) ؟

ج ٢ : وقد اجاب على هذا السوال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقال :

شرب الدخان محرم وكذالك بيعه وشراؤه وتاجير المحلات لمن يبيعه لان ذلك من التعاون على الاثم والعدوان ودليل

تحريمه قوله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما) ووجه الدلالة من ذلك ان الله تعالى نهى عن ان نؤتى السفهاء اموالنا لأن السفيه يتصرف فيها بما لا ينفع و بين سبحانه و تعالى ان هذه الاموال قيام للناس لمصالح دينهم ودنياهم، وصرفها فى الدخان ليس من مصالح الدين ولامن مصالح الدنيا - فيكون صرفها فى ذلك منافيا لما جعله الله تعالى لعباده، ومن ادلة تحريمه قوله تعالى : (ولا تقتلوا انفسكم) ووجه الدلالة من الاية انه قد ثبت فى الطب ان شرب الدخان سبب لامراض مستعصية تؤول بصاحبها الى الموت مثل السرطان فيكون متناولها قد اتى سببا لهلاكه ومن ادلة تحريمه قوله تعالى : (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) ووجه الدلالة من هذه الاية انه اذا كان الله قد نهى عن الاسراف فى المباحات وهو مجاوزة الحد فيها فان النهى عن صرف المال فى امر لاينفع يكون من باب اولى - ومن ادلة تحريمه : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن "اضاعة المال" ولاشك ان صرف المال فى شراء هذا الدخان

اضاعة له لانه اذا صرف المال فی مالا فائدة منه فهذه اضاعة بلاشك ـ وهناك ادلة اخری والعاقل یکفیه دلیل احد من كتاب الله اومن سنة رسول الله صل الله علیه وسلم ـ اما النظر الصحیح الدال علی تحریمه : فهو ان كل عاقل لا یمکنه ان یتناول شیئا یکون سببا لضرره ومرضه ویستلزم نفاذ ماله فی صرفه فیه لان العاقل لابد ان یحافظ علی بدنه وعلی ماله، ولایهمل ذلك الا من كان ناقصا فی عقله وتفكيره ـ ومن الادلة النظرية علی تحریمه ایضا : ان شارب الدخان اذا فقده ضاق صدره وكثرت علیه البلابل والافكار ولا ینشرح صدره الا بالعودة الی شربه و من الادلة النظرية علی تحریمه ایضا : ان شارب الدخان یستثقل الصوم جدا لانه حرمان له من شربه من بعد طلوع الفجر الی غروب الشمس وهذا قد یکون فی ایام الصیف الطویلة فیکون الصوم لدیه مکروها ـ

وحينئذ فانني اوجه النصيحة لاخوانی المسلمین عموما والمبتلین به خصوصا بالتحذیر منه بیعا وشراء وشربا وتاجیر المحلات من اجل بیعه فیها ومعونة علیه من ای وجه كان ـ

(١) مقتبس من كتاب، رسالة إلى مدخن، فسح وزارة الاعلام رقم ٢٠١٤
وتاريخ ١٦ ـ ٣ ـ ١٤١٢ هـ

(٢) مقتبس من كتاب، أسئلة مهمة، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين فسح وزارة الاعلام ٤٤٤٤ ـ م ـ ج بتاريخ ١٨ ـ ٨ ـ ١٤١٠ هـ

فضلاً . اعطها لمن يستفيد منها أوضعها فى المسجد مشكورا ـ
اللجنة الخيرية لتوعية الشباب وحمايتهم من أضرار التدخين
جدة ـ مكتبة مسجد الأمير منصور ـ النزلة الشرقية ص ـ ب : ٣١١٢٨ جدة :
٢١٤٩٧ ت : ٦٨٨٢١٢٩ فاكس : ٦٨٨١٣٩٦

ধূমপান এবং ধূমপান সামগ্রী পরস্পরে লেনদেন ও ব্যবসার শরয়ী সমাধান–

জবাব দিয়েছেন মাননীয় শায়খ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায– প্রধান, এদারাতুল বাহুসিল এলমিয়াহ, ওয়াল ইফতা, ওয়াদদাওয়াত, ওয়াল এরশাদ এবং মাননীয় শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল-ওছাইমীন, সদস্য, সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ।

প্রশ্ন ঃ (১) ধূমপান এবং ধূমপান সামগ্রীর বেচাকেনা ও এর ব্যবসার বিধান কি?

উত্তর ঃ উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা শায়খ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায বলেন, ধূমপান হারাম। কেননা, ধূমপান সামগ্রী অপবিত্র বস্তু এবং তাতে নিহিত রয়েছে বহুবিধ ক্ষতি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য খাদ্য-পানীয় ও অন্যান্য দ্রব্যসমূহের মধ্য হতে পবিত্রগুলো হালাল এবং অপবিত্র দ্রব্যসমূহ হারাম করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (সঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন– (পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদাহ–৪ আয়াতে আছে–

(يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات)

অর্থাৎ, "তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পবিত্র বস্তুসমূহ।"

সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (সঃ)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে বলেন– (পবিত্র কোরআনের সূরা আ'রাফ–১৫৭ আয়াতে আছে–

يا مرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)

অর্থাৎ (রাসূল) "তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল ও অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেন।" ধূমপানের সর্বপ্রকার দ্রব্যের কোনটাই পবিত্র নয়; বরং সবই অপবিত্র। অতএব, ধূমপান করা এবং ধূমপান দ্রব্য কেনাবেচা করা বা এর ব্যবসা করা না-জায়েয– হারাম। যেমন, মদপান, মদ বেচাকেনা ও মদের ব্যবসা হারাম।

অতএব, যে ধূমপান করে অথবা ধূমপান দ্রব্যের ব্যবসা করে তার খুব তাড়াতাড়ি তওবা করে আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। অতীতে যা হয়েছে সেজন্য অনুতপ্ত-লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে আর এটা করবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। আর যে সত্যিকারভাবে আল্লাহর প্রতি ফিরে আসে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন– (পবিত্র কোরআনের সূরা নূর–৩১ আয়াতে আছে–

وتوبوا الى الله جميعا ايه المؤمنون لعلكم تفلحون)

অর্থাৎ, "আর হে মোমেনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর প্রতি রুজু হও, আশা করা যায়, তোমরা সফলতা লাভ করবে।" অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন– (পবিত্র কোরআনের সূরা ত-হা–৮২ আয়াতে আছে–

وانى لغفأر لمن تاب و امن وعمل صالحا ثم اهتدى)

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল তার জন্য, যে তওবা করেছে, ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে; অতঃপর সুপথে স্থায়ী রয়েছে।"

جدة - مكتبة مسجد الامير منصور

১৬ই রবিউল আউয়াল, ১৪১২ হিজরী, জিদ্দা, সউদী আরব

ফোন ঃ ৬৮৮২১২৯ (জিদ্দা)

প্রশ্ন ঃ (২) ধূমপান অথবা তার বেচাকেনার বিধান কি?

উত্তর ঃ উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে মাননীয় শায়খ **মুহাম্মদ ইবনে সালেহ** আল-ওছাইমীন।

তিনি বলেন ঃ ধূমপান হারাম। অনুরূপ ধূমপান দ্রব্যের বেচাকেনা এবং যে ব্যক্তি ধূমপান দ্রব্যের ব্যবসা করে তাকে বাড়ীঘর ভাড়া দেয়াও হারাম। কেননা, যারা ধূমপান দ্রব্যের ব্যবসা করে তাদেরকে বাড়ীঘর ভাড়া দেয়া গোনাহ এবং আল্লাহর হুকুমের সীমাতিক্রমের সাহায্য করা হয়। এর হারাম হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার বাণী- (পবিত্র কোরআনের সূরা নেসা-৫, আয়াতে আছে-

(ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما)

অর্থাৎ, "তোমাদের সম্পদ নির্বোধদেরকে দান করো না, যে সম্পদ আল্লাহ তাআলা তোমাদের জীবন ধারণের অবলম্বন বানিয়েছেন।"

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের যুক্তি হচ্ছে, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের ধন-সম্পদ নির্বোধদেরকে দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা, নির্বোধ এই ধন-সম্পদ এমন খাতে ব্যয় করবে যাতে কোনই উপকারিতা নেই। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন যে, মাল-সম্পদকে তিনি মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য অবলম্বন করেছেন। আর ধূমপানে অর্থ ব্যয়ে দ্বীন-দুনিয়া কোনটারই কোন কল্যাণ নেই। অতএব, তাতে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা মহান আল্লাহ তাআলার সে উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, যে উদ্দেশে তিনি অর্থ-সম্পদ সৃষ্টি ও বান্দাদেরকে দান করেছেন। আর ধূমপান হারাম হওয়ার দলীল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী- (পবিত্র কোরআনের সূরা নিসা-২৯ আয়াতে আছে-

(ولا تقتلوا انفسكم)

অর্থাৎ, "তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।" আলোচ্য আয়াত দ্বারা ধূমপান হারাম হওয়ার প্রমাণ গ্রহণের যুক্তি হচ্ছে- চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারা

প্রমাণিত হয়েছে যে, ধূমপানে এমন দূরারোগ্য ব্যাধি জন্ম নেয়, যা ধূমপানকারীকে মৃত্যুর দিকে টেনে নেয়। যেমন, ক্যান্সার। এই রোগ যাকে পেয়ে বসে তাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়। আল্লাহ তাআলার এই বাণীটিও ধূমপান হারাম হওয়ার প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন– (পবিত্র কোরআনের সূরা আ'রাফ–৩১ আয়াতে আছে–

وكلوا واشربوا ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين)

অর্থাৎ, "তোমরা খাও, পান কর, তবে অপব্যয় করো না। কেননা, আল্লাহ তাআলা অপব্যয়ীকে পছন্দ করেন না।" এই আয়াত দ্বারা ধূমপান হারাম হওয়ার প্রমাণ গ্রহণের যুক্তি হল– আল্লাহ তাআলা যখন হালাল বস্তুসমূহকে অতি ব্যয় নিষেধ করেছেন; আর অতি ব্যয় বা অপব্যয় বলা হয় প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করাকে। সুতরাং যাতে অর্থ ব্যয়ে কোনই উপকারিতা নেই–আলোচ্য আয়াতের বিধানমতে সেখানে অর্থ ব্যয় আরও উত্তমরূপেই না-জায়েয হবে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিষেধাজ্ঞাও ধূমপান হারাম হওয়ার প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এক হাদীসে বলা হয়েছে–

نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। আর নিঃসন্দেহে ধূমপানে অর্থ ব্যয় করা মানে তা বিনষ্ট করা। কেননা যখন এমন কোন খাতে অর্থ-সম্পদ ব্যয়িত হয়, যাতে কোন উপকারিতা নেই, তা অর্থ-সম্পদের বিনষ্ট বলেই সাব্যস্ত হবে।

ধূমপান হারাম হওয়ার আর একটি প্রমাণও রয়েছে। সেটা হল চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টিতে ধূমপান হারাম হওয়ার প্রমাণ করা। বস্তুতঃ জ্ঞানীর জন্য যেকোন বিষয়ে আল্লাহর কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাহর একটি প্রমাণই যথেষ্ট।

আর উক্ত গবেষণার প্রমাণটি হচ্ছে– (ক) সুস্থ চিন্তাও ধূমপান হারাম হওয়া প্রমাণ করে। কেননা, কোন জ্ঞানীর জন্যই এটা সম্ভব নয় যে, সে এমন বস্তু গ্রহণ করবে যা তার দৈহিক ক্ষতি ও রোগ সৃষ্টির কারণ হয়। প্রত্যেক জ্ঞানীই অবশ্যই তার স্বাস্থ্য ও সম্পদ রক্ষা করে। আর স্বল্প বুদ্ধি এবং ত্রুটিযুক্ত চিন্তার অধিকারী মানুষ ব্যতীত কেউই এতে অবহেলা করে না।

(খ) ধূমপান হারাম হওয়ার চিন্তাগত প্রমাণ হচ্ছে– ধূমপায়ী যখন ধূমপান সামগ্রী না পায় তখন তার মন সংকুচিত হয়ে পড়ে, চিন্তাশক্তি বিশৃংখল হয় এবং ধূমপান না করা পর্যন্ত তার মানসিক প্রফুল্লতা ও স্বস্তি ফিরে আসে না।

(গ) ধূমপান হারাম হওয়ার আরেকটি চিন্তাগত প্রমাণ হচ্ছে– ধূমপায়ীর জন্য রোযা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, রোযার দিনে তার বিশেষত গ্রীষ্মকালের রোযাতে ধূমপান হতে বঞ্চিত থাকার সময়কাল প্রলম্বিত হয়।

অতএব, আমি আমার সর্বসাধারণ মুসলমান ভাইদেরকে এবং বিশেষভাবে যারা ধূমপানের সাথে জড়িত হয়ে গেছেন, তাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনারা সকলে ধূমপান এবং ধূমপান দ্রব্যাদি বেচাকেনা হতে বিরত থাকুন। এমনকি ধূমপানের ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য ঘর ভাড়া দেয়া, তথা ধূমপান ও ধূমপানের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে যে কোন সহযোগিতা হতে দূরে থাকুন।

جدة - مكتبة مسجد الامير منصور

তারিখ ঃ ১৮ শ'বান, ১৪১০ হিজরী, জিদ্দা, সউদী আরব।

ফোন ঃ ৬৮৮২১২৯ (জিদ্দা)

(ফতওয়ার অনুবাদ সমাপ্ত।)

প্রকাশনায় ঃ

আনোয়ারা নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট
৬৩ সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা-১২০৫

মওলানা শাহ্ আবদুল্লাহ্-এর অন্যান্য বই ঃ

১। ধূমপানের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ
২। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধূমপান ও মদপানের অপকারিতা
৩। ইসলামের দৃষ্টিতে ধূমপান
৪। ধূমপান হারাম
৫। ধূমপান ধ্বংসের ফাষ্ট এটম বোম
৬। ধূমপান ধ্বংসের সেকেন্ড এটম বোম
৭। ধূমপান ধ্বংসের থার্ড এটম বোম
৮। ভদ্র ধূমপায়ী

জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম (আনোয়ারা নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট) -এর অন্যান্য বই ঃ

১। A Simplified Tuberculosis Control Programme for East Pakistan
২। Tropical Eosinophilia
৩। Symposium on Medicine
৪। Essentials of Medical Treatment
৫। Medical Diagnosis and Treatment (4th edition)
৬। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু কথা
৭। History about IPGMR
৮। প্রেসক্রিপশন (৩য় সংস্করণ)
৯। পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ (৫ম সংস্করণ)
১০। ধূমপান ঃ অভিমত - প্রশ্ন - উত্তর
১১। জীবন স্রোত
১২। কিছু ভাবনা (বাংলা ও ইংরেজী)
১৩। বঙ্গবন্ধু - ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দৃষ্টিতে (বাংলা ও ইংরেজী)
১৪। Alternative Medicine : Some Thoughts and Reflections (In press)